42

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পাস কোর্সে অধ্যয়ন করছি। ১৯৯৫ সনে আমাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষাবর্ষের দশ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সিলেবাস পেয়েছি। এর পূর্বে আমরা পুরোনো সিলেবাস অনুযায়ী পড়েছি। যা হোক আমরা তবুও পড়ালেখা করে সকল বিষয় এগিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা যারা ইংরেজী শিক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে ডিগ্রীতে ৩০০ নম্বরের ঐচ্ছিক ইংরেজী নিয়েছি, নতুন সিলেবাস তাদের মধ্যে প্রবল হতাশা ও অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। ঐচ্ছিক ইংরেজীর ৩য় পত্রে 'আর্মস এণ্ড দি ম্যান" নামে একটি বৃহৎ নাটক এবং "অ্যানিম্যাল ফার্ম" নামে একটি উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিলেবাস প্রণীত হওয়ার দীর্ঘদিন পর এ বই দু'টি এখন বাজারে পাওয়া গেলেও এর কোন সহায়ক বই বাজারে নেই। এ দু'টি বই থেকে চল্লিশ করে মোট আশি নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। অথচ কি ধরনের প্রশ্ন হবে, তার কোন নমুনা সিলেবাসে নেই।

আমরা পূর্ববর্তী সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজী বিষয় নিয়েছি। এদিকে বিষয় পরিবর্তন করার সময় চলে গেছে। নতুন সিলেবাস প্রণীত হবার পর বিষয় পরিবর্তন করার একটি সুযোগ দেয়া যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ, উপরে বর্ণিত বই দু'টি থেকে প্রশ্নপত্রের নমুনা এবং মান বন্টন যেন সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোতে জানানো হয়। সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় পরিবর্তনের সুযোগদানের আবেদন জানাচ্ছি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার সমীপে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেশন ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৫ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার্থী। পাঠ্য বিষয় নির্বাচনে আমাদের অনেকের মাঝেই হতাশা ও লেখা-পড়ার প্রতি অনীহা বিরাজ করছে। কারণ অনেকেই তার পছন্দ অনুযায়ী বিষয় পরিবর্তন করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একবার বিষয় পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল সীমিত এবং তখন অধিকাংশ কলেজই ছিল বন্ধ। যার ফলে অনেকেই বিষয় পরিবর্তনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তাই ছাত্র/ছাত্রীদের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করে পুনরায় বিষয় পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া হোক।

—মোঃ আবদুল হাই,
মোঃ রবিউল বাশার,
মোঃ নাসির আহম্মেদ,
তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।